Bangladesh Journal of Political Economy

© 2012 Bangladesh Journal of Political Economy
Vol. 28, No. 2, December 2012, pp. 145-158
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে উৎপাদন কৌশল ও বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার এবং বাংলাদেশের অবস্থান

মোঃ জহিরুল ইসলাম সিকদার*

সারসংক্ষেপ *বাণিজ্যের ধরন ও কারণ নির্ণয়ে অর্পিত উপাদানের আধুনিক ধারণা পরবর্তী কালের অর্থনীতিবিদদের মধ্যে ক্রমশ পরিবর্তিত হতে থাকে। তাঁদের ধারনা হচ্ছে অধুনা বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে ধরনের বাণিজ্য গড়ে উঠেছে এর সঠিক ব্যাখ্যা অর্পিত উপাদান তত্ত্বের মাধ্যমে দেয়া সম্ভব হয় নি।*

বাস্তবে বাণিজ্যরত দেশগুলোর মধ্যে একাধারে যেমন অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় তেমনই রয়েছে। উৎপাদন ব্যবস্থার মাত্রাগত পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান উৎপাদন বিধিও (increasing returns to scale)। সেক্ষেত্রে দুটি দেশের মধ্যে উৎপাদনের উপাদানগুলোর যোগানের অনুপাতের মধ্যে কোনো পার্থক্য না থাকলেও তাদের মধ্যে লাভজনক বাণিজ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। বর্তমানে বিভিন্ন দেশগুলোর মধ্যে যেভাবে বাণিজ্য গড়ে উঠেছে সেই অভিজ্ঞতা থেকে সাম্প্রতিককালে আধুনিক তত্ত্বের অনেক বিকল্প ধারার সৃষ্টি হয়েছে। আজকাল বিশ্বজুরে অপূর্ণ প্রতিযোগিতার অধীনে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন উৎপাদন কৌশল অনুকরণ করে বাণিজ্যে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকছে। উন্নত, অনুন্নত দেশের মধ্যে পৃথক রীতি নীতি ও কৌশল অনুকরণ করে বাণিজ্য অব্যাহত আছে। আমেরিকা, সুইজারল্যান্ড, জাপান, চীন, হংকং, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, মালেয়শিয়াসহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে উৎপাদন কৌশল অনুকরণ ও অপূর্ণ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাণিজ্য চলছে। এর মধ্যে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মৃদু প্রতিযোগিতা অব্যাহত আছে। সার্ক নামে সংস্থাটির ভিতর ও বাইরের দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্যের নিয়ম নীতি পৃথক থাকলেও তা মানা হচ্ছে না। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ উৎপাদন কৌশল অনুকরণ ও রপ্তানি বাণিজ্যে পাটজাত দ্রব্য, হিমায়িত খাদ্যদ্রব্য, চামড়া, তৈরি পোশাক, নীটওয়ার প্রভৃতি পণ্য উৎপাদন, রপ্তানি ও বাজারজাতকরণে এগিয়ে যেতে পারে।

* ফেকাল্টিজ অব সিএসই, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বিইএ।

১. ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাণিজ্যে উপকরণ ব্যবহার দক্ষতা ও কৌশল অনুকরণের মাধ্যমে আধুনিক বাণিজ্যের ধারা পরিবর্তন হয়ে বিকল্প তত্ত্ব গড়ে উঠার কারণে উৎপাদন ও বাণিজ্যের ধারায় পরিবর্তন এসেছে। বাণিজ্যের বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে গোষ্ঠিগত স্বয়ংক্রিয় ভাবে একচেটিয়া আধিপত্যবাদ মুক্ত বাণিজ্য ধারা গড়ে উঠেছে। এই বাণিজ্য ধারা আধুনিক তত্ত্বের চেয়ে আরও আধুনিক ও বাস্তবিক তাত্ত্বিক রূপে গড়ে উঠেছে। আর এই ধারায় দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াসহ বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে বাণিজ্য চলছে। পণ্য বাণিজ্যে আধিপত্য বিস্তার ও বাজার দখল প্রক্রিয়া দূরীভূতকরণের লক্ষ্যে আধুনিক বাণিজ্যের বিকল্প তত্ত্বের উদ্ভাবন হয়েছে। একচেটিয়া আধিপত্যবাদকে উৎখাত করে একচেটিয়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিকল্প বাণিজ্য তত্ত্বের রূপ কেমন হয় এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে উৎপাদন কৌশল ও বাণিজ্যের ভূমিকা কিরূপ এসবের ব্যাখ্যা এ প্রবন্ধে করা হয়েছে।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. আধুনিক তত্ত্বের বিকাশ পরবর্তী বিকল্প বাণিজ্য তত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দ্বারা একচেটিয়া আধিপত্য থেকে একচেটিয়া প্রতিযোগিতা এবং ইহার অভিজ্ঞতা থেকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবস্থান জানা।

২. কৌশল অনুকরণ ধারণা থেকে একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিরোধে একচেটিয়া প্রতিযোগিতা বাণিজ্য বাজার সৃষ্টি–একই ধরনের দ্রব্য উৎপাদনে শিল্পের মধ্যে বাণিজ্য, উৎপাদনের মাত্রাগত পরিবর্তনজনিত সুবিধার কারণে বাণিজ্যের পরিবর্তন, কৌশল অনুকরণ, দ্রব্য উৎপাদন চক্র এসবের ক্ষেত্রে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের ভূমিকা সম্পর্কে জানা।

৩. পদ্ধতি ও তথ্য এবং বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া

বিষয় আলোচনা মূলত অভিজ্ঞতা প্রেক্ষিত উদাহরণসহ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। উৎপাদন কৌশল অনুকরণ ও একচেটিয়া বাণিজ্য প্রতিযোগিতা দ্বারা একটি দেশ কিভাবে লাভবান হয়, ইহার বাস্তব তত্ত্ব ও তথ্য দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। একচেটিয়া প্রতিযোগিতা দ্বারা কিভাবে আধুনিক বাণিজ্য তত্ত্বের বিপরীতে বিকল্প বাণিজ্য তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে এবং উদ্ভাবক ও প্রস্তুতকারী দেশ বাণিজ্য থেকে লাভবান হচ্ছে ইহার একটি বিশদ ধারাবাহিক উদাহরণসহ আলোচনা এই প্রবন্ধে করা হয়েছে। প্রবন্ধের শেষ দিকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় এরূপ বিকল্প বাণিজ্যের উদ্ভব, এর দ্বারা কিভাবে লাভবান হচ্ছে এবং বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তত্ত্ব ও তথ্যের বাস্তব উদাহরণ স্থাপন করে বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিষয় ব্যাখ্যা করতে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদগণের দেয়া বক্তব্য ও তথ্য–উদাহরণ ব্যবহার করা হয়েছে। বিষয়ের বিশ্লেষণ কয়েকটি ধাপে ধারাবাহিক আলোচনা করা হয়েছে।

৪. উৎপাদন কৌশল অনুকরণ ধারণাগত বিশ্লেষণ

পণ্য উৎপাদন করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে একচেটিয়া বাজার দখল রোধ করার লক্ষ্যে কৌশল অনুকরণ ধারণার উৎপত্তি হয়। একটি দেশ একটি নতুন পণ্য উৎপন্ন করল। এই পণ্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিক্রি

মোঃ জহিরুল ইসলাম সিকদার : দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে উৎপাদন কৌশল ও বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার ১৪৭

করে একচেটিয়া আধিপত্য সৃষ্টির সুযোগ পায়। সমসাময়িক প্রতিযোগি অন্য দেশ ঐ পণ্য উৎপাদনে ইচ্ছা পোষন করার সময়ই চিন্তা করে প্রথম দেশের উৎপন্ন কৌশল অনুকরণ করে উন্নত ও গুণগত মানের পণ্য কি করে উৎপাদন করা যায়। প্রতিযোগি দেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রথম দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের **প্রথমত :** অনুকরণ, **দ্বিতীয়ত :** কৌশল অনুকরণ ও প্রযুক্তিগত দিক পরিবর্তন করে উন্নত মানের দ্রব্য উৎপন্ন করে পণ্য রপ্তানি প্রতিযোগিতায় নেমে যাবে। কৌশল অনুকরণ করে প্রথম দেশের চেয়ে আরো উন্নত দ্রব্য উৎপন্ন করে বিশ্বের বাজারে রপ্তানি করে প্রথম দেশের একচেটিয়া বাজার আধিপত্যকে খর্ব করতে পারে। এর দ্বারা পণ্য উপাদন ও রপ্তানিতে একচেটিয়া প্রতিযোগিতা গড়ে উঠে। অতএব একটি দেশের উৎপন্ন পণ্যের প্রতিযোগি পণ্য কৌশল পরিবর্তন করে অন্য দেশ উৎপন্ন করাকে কৌশল অনুকরণ বলে। যেদেশ কৌশল অনুকরণ করে সেদেশ কেবল কৌশল অনুকরণই করে ক্ষান্ত হয় না। কৌশল অনুকরণীয় পণ্য উৎপন্ন ও বিশ্ববাজারে বিক্রয় বা রপ্তানির বাজারও দখল করে নেয়ার চেষ্টা করে। **যেমন** রেডিও, ট্রানসিস্টর (Transistor) উৎপাদনে আমেরিকা উদ্ভাবনী দেশ ও প্রথম উৎপাদনী দেশ হওয়া সত্ত্বেও জাপান অনুকরণ ও কৌশল পরিবর্তন করে একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় নেমে আসে এবং আধুনিক উপাদান উৎপন্ন বিশ্লেষণের বিকল্প তত্ত্বের সূত্রপাত করে। পণ্য উৎপাদনে কৌশল ও পণ্যের বাজার দখল ও বাণিজ্যিক ধারা পরিবর্তন করে লাভবান হতে থাকে। এর ফলে বাণিজ্যের অর্পিত উপাদান তত্ত্বের ব্যাঘাত ঘটে। এই নতুন বাণিজ্য ধারায় বিশ্ববাজারে জার্মান, সুইজারল্যান্ড ঘড়ি ও ইলেক্ট্রনিকস পণ্য উৎপাদনে পরস্পরের কৌশল অনুকরণ করে প্রতিযোগিতা অব্যাহত রাখছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ চীন, জাপান, মালেয়শিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, ভারত এসবের অনুকরণ করে উৎপাদিত পণ্যের বাজার সৃষ্টি করে একচেটিয়া প্রতিযোগিতা দ্বারা বাণিজ্য থেকে লাভবান হচ্ছে।

৫. একচেটিয়া প্রতিযোগিতা থেকে আধুনিক পরবর্তী বিকল্প বাণিজ্য ধারার উৎপত্তি

একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় আধুনিক অর্পিত উপাদান তত্ত্বের বিকল্প বাণিজ্য ধারার বাস্তবতা মূলত ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের সময়ে উত্থিত হয়। এ ধরনের প্রতিযোগিতা ও বিকল্প বাণিজ্য বিশ্লেষণ হচ্ছে বাস্তব পণ্য উৎপাদন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে বাজার দখলের একটি কৌশলগত দিক। কোনো দেশ নির্দিষ্ট পণ্য উৎপাদন করে আন্তর্জাতিকভাবে বাজার দখল করলে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বা বিভিন্ন দেশে এই নির্দিষ্ট পণ্যের একচেটিয়া বাজার আদিপত্য বিস্তার করে পণ্য বিক্রয়ের এককভাবে সুযোগ করে নেয়ার কৌশলকে একচেটিয়া বাজার বলে। নির্দিষ্ট দেশ যে নির্দিষ্ট পণ্যটি উৎপন্ন করে ঐ পণ্য যদি প্রতিযোগি কোনো দেশ অনুকরণ ও কৌশল পদ্ধতির পরিবর্তন সাপেক্ষে তুলনামূলক সুলভ ব্যয়ের প্রেক্ষিতে গুণগত মানে তুলনামূলক উত্তম দ্রব্য উৎপাদন করে আন্তর্জাতিকভাবে পণ্য বিক্রয়ের বাজার সৃষ্টি করে, তবে তাকে আন্তর্জাতিক বাজারে একচেটিয়া প্রতিযোগিতা বলে। এর দ্বারাই বাণিজ্য আধিপত্য বিস্তার ও বাণিজ্য থেকে অধিক সুবিধা অর্জন করার সুযোগ পায়।

প্রথম দেশ প্রথমে পণ্য উৎপন্ন করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে দ্রব্য বিক্রয়ের সুযোগ করে নেয়। পরবর্তীতে অন্য দেশ সুলভ উপকরণ ব্যয় বা উপকরণ ও কৌশল পদ্ধতির পরিবর্তন বা উভয় পদ্ধতির পরিবর্তন দ্বারা উন্নত ও গুণগত মানের দ্রব্য উৎপন্ন করায় দ্বিতীয় দেশ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পণ্যের মাধ্যমে বাণিজ্য করে বাজার দখল করার সুযোগ করে নেয়। এতে করে প্রথম দেশ ঐ পণ্য উৎপাদন বাণিজ্যে দ্বিতীয় দেশের কাছে হার মানে। দ্বিতীয় দেশ আন্তর্জাতিক বাজারে বাণিজ্যের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয়ের সুযোগ করে নেয়। ফলে উপকরণ ও কৌশল অনুকরণের মাধ্যমে এবং ব্যয় কম সাপেক্ষে

পণ্য উৎপাদন ও বাণিজ্যের মাধ্যমে বাজার দখল করার এই একচেটিয়া প্রতিযোগিতা এবং বিশ্ববাজারে তথা বিভিন্ন দেশে পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিকল্প তত্ত্ব হিসেবে অভিহিত করা হয়।

উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝানো যায়। একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজার সৃষ্টির লক্ষে এই বিকল্প বাণিজ্য ধারা উদ্ভাবনীর মূলনায়ক হচ্ছেন আজকের জাপান। রেডিও, ট্রানসিস্টর (Transistor) পদ্ধতিতে রেডিও পণ্যের উদ্ভাবক হচ্ছে আমেরিকা। প্রথম এসব পণ্যের বাজার আমেরিকা বিশ্বের এক বড় অংশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সূত্রপাত করলেও জাপান, আমেরিকার ব্যবহৃত উপকরণ ও কৌশল অভিজ্ঞতা নিজ দেশে সস্তা শ্রম দ্বারা রেডিও, ট্রানসিস্টর পদ্ধতিতে রেডিও উৎপাদনে সক্ষম হয়। জাপান, আমেরিকায় ব্যবহৃত ও উপকরণ ও কৌশল অভিজ্ঞতা নিজ দেশে কাজে লাগিয়ে খুব দ্রুত কম ব্যয় ও অধিক গুণগত মানের রেডিও, ট্রানসিস্টর পদ্ধতির রেডিও উৎপন্ন করে বিশ্ব বাজারে বিস্তৃত আকারে খুব দ্রুত পণ্য বিক্রয়ের সুযোগ করে নেয়। আমেরিকা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজারের বিরাট অংশ থেকে বিতাড়িত হয়। জাপান আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রায় একচেটিয়া দখলদারী নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। এই ধরনের উৎপাদন কৌশল ব্যবহার করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ শুধু রেডিও নয়, অন্য বিভিন্ন ধরনের ভোগ্য পণ্যসহ শিল্প পণ্য ও মেশিন উৎপন্ন করে একচেটিয়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাণিজ্য করছে।

একচেটিয়া পণ্য উৎপাদন ও বাজার প্রক্রিয়ায় কয়েকটি বিকল্প ধারার উদ্ভাবনের বিষয় উল্লেখ করা যায়।

(ক) একই ধরনের দ্রব্য উৎপাদনরত শিল্পের মধ্যে বাণিজ্যের প্রতিযোগিতা;
(খ) উৎপাদনের মাত্রাগত পরিবর্তনজনিত সুবিধার কারণে বাণিজ্যের পরিবর্তন;
(গ) কৌশল অনুকরণ ও দ্রব্য উৎপাদন চক্র (প্রযুক্তি ব্যবধানের কারণে বাণিজ্যের পরিবর্তন);

এসব বাস্তবভিত্তিক বিকল্প বাণিজ্যের বিষয় আলোচিত হওয়ার কারণে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিশ্বজনমনে বাণিজ্য বিষয়ে নতুন করে চমক লাগিয়ে দেয়। উপরোক্ত তিনটি বিকল্প বাণিজ্য ধারা নিচে আলাদা করে আলোচনা করা হলো।

৫.১ একই ধরনের দ্রব্য উৎপাদনরত শিল্পের মধ্যে বাণিজ্যের প্রতিযোগিতা

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আধুনিক অর্পিত উপাদান তত্ত্বে বিভিন্ন ধরনের শিল্পের মধ্যে বাণিজ্যের কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে যে ধরনের উৎপাদিত দ্রব্যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য হয় সেগুলো উৎপাদনে বিভিন্ন অনুপাতে উৎপাদনের উপাদানগুলো ব্যবহৃত হয়। যেমন যে দেশে দক্ষ শ্রমিকের যোগান তুলনামূলকভাবে বেশি সে দেশ আধুনিকতম উন্নতমানের শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে; আবার যে দেশে তুলনামূলকভাবে অদক্ষ শ্রমিকের যোগান বেশি সে দেশ সাধারণ মানের শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করে; আবার যে দেশে জমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের আধিক্য আছে সে দেশ কৃষিজাত দ্রব্য রপ্তানি করে।

কিন্তু বর্তমানে যে সমস্ত দ্রব্যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য গড়ে উঠেছে সেগুলো উৎপাদনে মোটামুটি একই অনুপাতে উৎপাদনের উপাদানগুলো ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ একই ধরনের দ্রব্যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য গড়ে ওঠার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যেমন, জাপান আমেরিকায় টয়োটা (Toyota) গাড়ি রপ্তানি করছে আবার আমেরিকা থেকে ক্যাডিলাক (Cadillac) গাড়ি আমদানি করছে। ভারতবর্ষ যেমন লৌহ ও ইস্পাত বিদেশ থেকে আমদানি করছে তেমনি আবার লৌহ ও ইস্পাত বিদেশে রপ্তানিও করছে।

একই শিল্পের অন্তর্গত উৎপাদিত দ্রব্যের মধ্যে সামান্য পৃথকীকরণ করে এই সব দ্রব্যের বাণিজ্য গড়ে উঠেছে। এটি আধুনিক বাণিজ্যের ধারার একটি ভিন্ন রূপ যাকে বাণিজ্যের বিকল্প তত্ত্ব হিসাবে অভিহিত করা হয়।

অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো বহুজাতিক সংস্থা অপর একটি দেশে তার শাখা স্থাপন করে তারই উৎপাদিত যন্ত্রাদির বিভিন্ন অংশ জোড়া বা সংযোজন (assambling) করে একটি সম্পূর্ণ দ্রব্য উৎপাদন করছে। অবশ্য এর জন্য উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে উপাদানগুলোর ভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয়তাই এর মূল কারণ। সাধারণভাবে যন্ত্রপাতির বিভিন্ন অংশ জোড়া দেয়ার কাজ যেখানে শ্রম তুলনামূলকভাবে সুলভ সেখানেই ঘটে। উন্নত দেশগুলোর তুলনায় এশিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় এরূপ শ্রমবহুল সংযোজন উৎপাদন বেশি করার সুযোগ আছে। সেজন্য চীন, জাপানের উৎপন্ন দ্রব্য দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে–তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, মালেয়শিয়া, ভারত, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে সংযোজন হচ্ছে এবং নিজ দেশসহ বিভিন্ন দেশে বাজারজাত করা হচ্ছে।

(ক) তথ্যভিত্তিক বক্তব্য

সংরক্ষণমূলক বাণিজ্যের শিথিলতা এ ধরনের ঘটনার জন্য অনেকাংশে দায়ী। **বি, বালাসা** (B. Balassa) 1967 সালে দেখান যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ খুব বেশি বৃদ্ধি পেলেও সেই বৃদ্ধি প্রধানতঃ বিভিন্ন দেশের মধ্যে একই ধরনের দ্রব্য (যা মোটামুটি ভাবে একই শিল্পের অন্তর্গত) বিনিময়ের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে। ১৯৭০ সালে প্রায় একই ধরনের বক্তব্য রেখেছেন **গ্রুবেল ও লয়েড** (Grubel and Loyd, 1970)| তাঁরা বিভিন্ন দেশের শিল্প উৎপাদনের তথ্য ভিত্তিক হিসাব করে দেখেছেন, শিল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে যে ধরনের দ্রব্যে বাণিজ্য হচ্ছে তার 50 শতাংশ হলো একই শিল্পের অন্তর্গত একই ধরনের দ্রব্য (যা সমজাতীয় নয়)। অবশ্য এশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে এ ধরনের বাণিজ্য গড়ে উঠলেও শতাংশের বিচারে তা উন্নত দেশগুলোর তুলনায় কম। খুব সমসাময়িক এশিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গিয়েছে বিশেষ করে চীন, জাপান এবং বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান, হংকং, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি এশিয়ার ছোট ছোট দেশ তাদের প্রযুক্তি ও উপকরণ ব্যবহার করে বিপুল পরিমাণে শিল্প পণ্য উৎপাদন করছে এবং উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে রপ্তানি করছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মধ্যে তাইওয়ান, হংকং, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশ চীন, জাপান তাদের প্রযুক্তি ব্যবহার করে ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিকস সহ বিভিন্ন ধরনের ভোগ্যপণ্য উৎপন্ন করছে। তাদের বেশির ভাগ উৎপন্নই প্রায় একই ধরনের দ্রব্য উৎপাদনরত শিল্পের মধ্যে বাণিজ্য প্রতিযোগিতা রয়েছে।

(খ) এরূপ বাণিজ্য গড়ে উঠার পেছনে যে কারণ থাকতে পারে

একই শিল্পের অন্তর্গত একই ধরনের দ্রব্যে বাণিজ্য গড়ে ওঠার পেছনে কি কারণ থাকতে পারে এ নিয়ে গবেষণা চলছে। আমেরিকা যে গাড়ি কম মূল্যে ক্রয় করতে পারে (দেশীয় উৎপাদন) সেই গাড়ি কেন তারা অধিক মূল্যে বিদেশ থেকে ক্রয় করছে–এ প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবে উঠেছে। একটা উত্তর অবশ্যই দেওয়া যেতে পারে। বলা যেতে পারে যে দুটি দ্রব্য গাড়ি হলেও তারা একই গাড়ি নয় তাদের মধ্যে **বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য** আছে। একই ধরনের দ্রব্যে এ রকম বাণিজ্য গড়ে ওঠার আর একটি অন্যতম কারণ হল প্রত্যেক দেশের উৎপাদকরা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের (majority) **চাহিদা ও পছন্দ অনুসারে দ্রব্য উৎপাদন** করে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রুচি ও পছন্দের দিকে ততটা নজর দেয়া হয় না। সেজন্য

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শুরু হলে এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের রুচি ও পছন্দ অনুসারে বিভিন্ন দেশ থেকে একই ধরনের দ্রব্য হলেও যা গুণগত দিক থেকে সামান্য পৃথক তা ক্রয় করার সুযোগ পায়।

শিল্পোন্নত দেশ একই ধরনের দ্রব্য উৎপাদন করলে উৎপাদকের পক্ষে বৃহদায়তন শিল্পের ব্যয় সংকোচের (economies of scale) সুবিধাগুলো লাভ করা সম্ভব। এর ফলে দ্রব্য উৎপাদনের গড় ব্যয় হ্রাস পায় এবং তখন উৎপাদকের পক্ষে বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এজন্য একজন উৎপাদক সব ধরনের ক্রেতার রুচি ও পছন্দ মেটানোর জন্য একটি দ্রব্যের খুব বেশি পৃথকীকরণ করে না। তাই একটি দেশ বিভিন্ন প্রকার বৈশিষ্ট্যযুক্ত একই ধরনের দ্রব্য বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করে।

(গ) মন্তব্য ঃ এই অনুচ্ছেদের আলোচনা থেকে বলা যায় যে বর্তমানে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্যের মধ্যে যেমন বাণিজ্য চলছে তেমনি একই সঙ্গে একই শিল্পের অন্তর্গত সামান্য পৃথক বৈশিষ্ট্যযুক্ত একই ধরনের দ্রব্যেও বাণিজ্য গড়ে উঠেছে। বাণিজ্যরত দেশগুলোর মধ্যে উৎপাদনের উপাদানগুলোর যোগানের আনুপাতিক পার্থক্য যত প্রকট হয়ে উঠবে ততই উপকরণ নিবিরতা তত্ত্ব অনুসারে বাণিজ্যের ধরন গড়ে উঠবে। আবার শিল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে উৎপাদনের উপাদানগুলোর যোগানের আনুপাতিক পার্থক্য যতই কমে আসবে ততই একই শিল্পের অন্তর্গত একই ধরনের দ্রব্যে বাণিজ্য গড়ে ওঠার প্রবণতা লক্ষণীয় মাত্রায় বৃদ্ধি পাবে। Dominick Salvatore, *International Economics,* p. 153 মনে করেন যে বাণিজ্যরত দুটি দেশের মধ্যে বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্যে যখন বাণিজ্য গড়ে ওঠে তখন তাকে তুলনামূলক সুবিধাতত্ত্বের স্বাভাবিক প্রতিফলন বলা যেতে পারে। অপরদিকে দুটি বাণিজ্যরত দেশের মধ্যে একই শিল্পের অন্তর্গত একই ধরনের দ্রব্যে যখন বাণিজ্য গড়ে ওঠে তখন তাকে স্বোপার্জিত তুলনামূলক সুবিধার বাস্তব প্রতিফলন বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

৫.২ উৎপাদনের মাত্রাগত পরিবর্তনজনিত সুবিধার কারণে বাণিজ্যের পরিবর্তন

উৎপাদনের ক্ষেত্রে উপকরণের পরিবর্তনের ফলে উৎপাদনের মাত্রাগত পরিবর্তন হয়। বাণিজ্যের উপকরণ নিবিড়তা তত্ত্বে অনুমান করা হয় যে বাণিজ্যরত দেশগুলোর উৎপাদন ব্যবস্থায় মাত্রাগত পরিবর্তনের স্থির মাত্রাগত উৎপাদনের নিয়ম প্রতিফলিত হয়। অর্থাৎ দীর্ঘকালে একটি ফার্ম তার উৎপাদনের উপাদানগুলোর নিয়োগের পরিমাণ দ্বিগুণ করলে উৎপাদনের পরিমাণও দ্বিগুণ হয়। কিন্তু বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে উৎপাদনের উপাদানগুলোর নিয়োগের পরিমাণ দ্বিগুণ করলে উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ দ্বিগুণের বেশি হয়। একে আমরা স্তর পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত উৎপাদনের নিয়ম (Law of increasing returns to scale) বলে থাকি। নানান কারণে উৎপাদনের পরিমাণ বা উৎপাদনের স্তর যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে ততই একটি ফার্ম বৃহদায়তন শিল্পের ব্যয়-সংকোচের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সুবিধাগুলো পেতে শুরু করে। ফার্মের আয়তন বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে তার গড় উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়। কারণ ফার্মটির পক্ষে শ্রম বিভাজনের (division of labour) আরও বেশি সুবিধা নেয়া সম্ভব হয়। একটি কারখানার ভিতরে শ্রম বিভাজনের ব্যাপকতা যত বিস্তৃত হয় কাজের একটি ক্ষুদ্র অংশের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে শ্রমিকের দক্ষতাও ততটা বৃদ্ধি পায়। দ্রব্য উৎপাদনে কম সময় লাগে অর্থাৎ কম সময়ে অধিক পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হয় এবং এজন্য গড় উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়।

বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় আধুনিকতম জটিল যন্ত্রপাতি দক্ষ শ্রমিকের মাধ্যমে ব্যবহার করার জন্য একই পরিমাণ উৎপাদনের উপাদান থেকে আরও অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়। শুধু তাই নয় উৎপাদনের

কাজে এমন কতকগুলো উৎপাদনের উপাদান ব্যবহৃত হয় যেগুলো নিয়োগের পরিমাণ দ্বিগুণ করলে তাদের কর্মক্ষমতা দ্বিগুণেরও বেশি হয়। যেমন, কোনো তেল কোম্পানি তার পাইপের ব্যাসার্ধ (radius) দ্বিগুণ করলে সেই পাইপের তেল বহনের ক্ষমতা চারগুণ বৃদ্ধি পায়। যাহোক নানাবিধ কারণে উৎপাদনের স্তর পরিবর্তনের সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থায় স্তর পরিবর্তনের মাত্রাগত উৎপাদনের নিয়ম প্রতিফলিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বাস্তব/তত্ত্বগত প্রমাণ ঃ এই মডেলটির সঙ্গে ইউরোপীয়ান কমন মার্কেটের (European Common Market) ইতিহাসের সাদৃশ্য আছে। কমন মার্কেট গড়ে উঠার পূর্বে ইউরোপ ও আমেরিকার বেশির ভাগ কারখানা ছিল ক্ষুদ্রায়তনের। তারা প্রত্যেকে বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য উৎপাদন করত বলে তাদের দ্রব্যের বাজারও খুব বিস্তৃত ছিল না এবং তার ফলে তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের গড় উৎপাদন ব্যয়ও বেশি ছিল। কিন্তু কমন মার্কেট গড়ে ওঠার সঙ্গে ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে সংরক্ষণমূলক বাণিজ্য শিথিল হতে শুরু করলে (অর্থাৎ শুল্কের হার হ্রাস পেতে শুরু করলে) তাদের দ্রব্যের বাজার বিস্তৃত হতে শুরু করে। দ্রব্যের বাজার বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে তাদের কারখানার আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং সে সঙ্গে স্তর পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের বিধি উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রযুক্ত হতে থাকলে তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের গড় উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়। তবে এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে এই ইউরোপীয়ান ফার্মগুলো পূর্বে যে বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন বৈচিত্র্যযুক্ত দ্রব্য উৎপাদন করত সেই বৈচিত্র্যের সংখ্যা কমিয়ে দিয়ে তারা কয়েকটি বৈচিত্র্যযুক্ত দ্রব্য উৎপাদনে পারদর্শিতা অর্জন করেছে।

৫.৩ কৌশল অনুকরণ ও দ্রব্যের উৎপাদন চক্র (প্রযুক্তি ব্যবধানের কারণে বাণিজ্যের পরিবর্তন) এবং বাণিজ্য থেকে লাভ

৫.৩.১ কৌশলগত অনুকরণ দ্বারা প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ও বাণিজ্যচক্র এবং বাণিজ্য থেকে লাভ কিভাবে হয় এর ধারণাগত ব্যাখ্যা

কোনোও একটি দেশ উৎপাদন কৌশল অনুকরণ করে দ্রব্য উৎপাদন অব্যাহত রেখে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিযোগি দেশ হিসাবে গড়ে উঠতে পারে। এই কৌশল অনুকরণ একাধিক দেশের মধ্যে যখন চলতে থাকে তখন উৎপাদন চক্র ধারণার সূত্রপাত হয়। কৌশল অনুকরণ এবং এর বিপরীতমুখী কৌশল অনুকরণ করে উৎপাদন ধারা অব্যাহত রাখতে পারে। কৌশল অনুকরণ এর মাধ্যমে উৎপাদন চক্র ধারণার সৃষ্টি হয় এবং প্রতিযোগি দেশের মধ্যে পরস্পর অনুকরণ ও প্রযুক্তির পরিবর্তন করে উৎপাদন চক্রাকার সম্পর্কের মাধ্যমে দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এজন্য কৌশল অনুকরণ ও উৎপাদন চক্র ধারণা সম্পর্কযুক্ত বিষয়।

বাণিজ্যের ধরন নির্ণয়ে বাণিজ্যরত দেশগুলোর মধ্যে উৎপাদনের উপাদানগুলোর যোগানের অনুপাত, উৎপাদিত দ্রব্যের বৈচিত্র্য এবং স্তর পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত উৎপাদন বিধি যে সাহায্য করে তা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। কোনো কোনো অর্থনীতিবিদের মতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত ব্যবধানই বাণিজ্যের ধরন নির্ধারণ করে। প্রযুক্তিগত ব্যবধানের ওপর ভিত্তি করে বাণিজ্যের ধরন যে গড়ে উঠতে পারে এ ধরনের একটি সম্ভাবনার কথা **১৯৬১** সালে **পোসনার** (Posner) একটি মডেলের মাধ্যমে তুলে ধরেন। তাঁর প্রদত্ত মডেলটিকে আরও পরিবর্ধন ও সম্প্রসারণ করে **ভারনন** (Vernon) **১৯৬৬** সালে ও **হার্স** (Hirsch) **১৯৬৭** সালে যে মডেলের প্রবর্তন করেন তাকে নব প্রবর্তিত অনুকরণ কৌশল ও দ্রব্যের উৎপাদন চক্র (Product Cycle) তত্ত্ব বলা হয়।

দ্রব্যের উৎপাদন চক্র তত্ত্বের বা প্রযুক্তি ব্যবধানের কারণে বাণিজ্যে পরিবর্তনের মূলকথা হল উন্নত দেশের ফার্মগুলো গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য অর্থ ব্যয় করতে সক্ষম বলে তাদের পক্ষে নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়। আবার এসব দেশে দক্ষ শ্রমিকের যোগান থাকার জন্য নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা অনুসারে নতুন দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধা হয় না। শুধু তাই নয়, এ ধরনের নতুন দ্রব্য বাজারে বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত করলে উন্নত দেশের অধিবাসীদের আয়স্তর অনুন্নত দেশের অধিবাসীদের আয়স্তরের চেয়ে বেশি বলে দ্রব্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও ফার্মগুলোকে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না। তাই এসব দেশে ফার্মগুলো নতুন দ্রব্য উদ্ভাবনের ঝুঁকি নিয়ে থাকে। নতুন দ্রব্য উদ্ভাবিত হলে দেশটির পক্ষে বিদেশের বাজারে দ্রব্যটি বিক্রয় করা সহজ হয়। কারণ বিশ্বের বাজারে সে ঐ দ্রব্যটির একচেটিয়া বিক্রেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়। সুতরাং নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা উদ্ভাবক দেশের মোট রপ্তানির একটি অংশ এই নতুন দ্রব্য অধিকার করে।

কিন্তু তার এই একচেটিয়া কর্তৃত্ব বেশি দিন স্থায়ী হয় না। কারণ অন্যান্য দেশ এই **প্রযুক্তিবিদ্যার অনুকরণ** করে ঐ দ্রব্য উৎপাদন করতে শুরু করে। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ ধরনের উৎপাদন লাভজনক হয় কারণ যখন দ্রব্যটি সর্বজন গ্রাহ্য হয়ে ওঠে তখন উপযুক্ত যন্ত্রপাতির সাহায্যে বিপুল পরিমাণে উৎপাদন তুলনামূলকভাবে কম দক্ষ শ্রমিকের সাহায্যে করা সম্ভব হয়। নতুন দ্রব্য প্রবর্তনকারী দেশের তখন রপ্তানির বাজার হ্রাস পেতে শুরু করে।

নতুন দ্রব্য প্রবর্তনকারী দেশ কিন্তু তখন থেমে থাকে না। সে দেশটি তখন আবার একটি নতুন দ্রব্য উদ্ভাবন করে একই প্রক্রিয়ায় বিদেশের বাজারে তার প্রাধান্য রাখতে সচেষ্ট হয়। এভাবে প্রযুক্তির ব্যবধানের সাহায্যে উন্নত দেশগুলো চক্রাকারে নব নব দ্রব্যের প্রবর্তনের মাধ্যমে তাদের রপ্তানির বাজার অটুট রাখার চেষ্টা করে। এজন্য এ ধরনের দ্রব্য উৎপাদন করার প্রতিযোগি পদ্ধতিকে কৌশল অনুকরণ এবং দ্রব্যের উৎপাদন চক্র সম্পর্ক থাকায় তাকে দ্রব্য উৎপাদন চক্র তত্ত্ব বলে। এই দ্রব্য উৎপাদন চক্রের বিষয়টি উদ্ভাবনী প্রায় সব দেশের ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। এরূপ মডেলের বিষয়টি পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানির ক্ষেত্রে বাজার দখল করা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে চলমান আছে।

৫.৩.২ উদাহরণ দিয়ে আলোচনা

এই ধরনের মডেলের সপক্ষে যে ইতিহাস খ্যাত উদাহরণ দেয়া হয় তা হল রেডিওর উদ্ভাবন। যখন আমেরিকা প্রথম রেডিও উদ্ভাবন করে তখন রেডিওর জনপ্রিয়তা খুব একটা বৃদ্ধি পায় নি। তখন খুব দক্ষ শ্রমিকের সাহায্যে অল্প পরিমাণ রেডিও উৎপাদনের জন্য রেডিওর একটি সর্বজনগ্রাহ্য দ্রব্য হয়ে যাওয়ায় এর চাহিদা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। এই সময় রেডিওর আন্তর্জাতিক বাজারে আমেরিকার একচেটিয়া প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। এই সময় আমেরিকা নির্বাত জলের (Vaccum Tubes) সাহায্যে রেডিও তৈরি করত। অনতিবিলম্বে জাপান এই কৌশল পদ্ধতি অনুকরণ করে আমেরিকার কাছ থেকে রেডিওর বাজারের একটা বিরাট অংশ ছিনিয়ে নেয়। তখন আমেরিকা তার ব্যবহৃত বাজার পুনরুদ্ধারের জন্য ট্র্যানসিস্টর পদ্ধতিতে রেডিও উৎপাদন শুরু করে এবং তার বাজার ফিরে পায়। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে জাপানও এই পদ্ধতি অনুকরণ করে এবং তার সুলভ শ্রমের সাহায্যে কম উৎপাদন ব্যয়ে তা উৎপাদন করে আমেরিকার ট্রানসিস্টর রেডিওর বাজারের একটি বিরাট অংশ হস্তগত ও দখল করে। আমেরিকা আবার তার ব্যবহৃত বাজার পুনরুদ্ধারের জন্য ক্ষুদ্রাকার ট্র্যানজিস্টর পদ্ধতির মাধ্যমে রেডিও নির্মাণ শুরু করে। এখন জাপান পুনরায় রেডিওর বাজারে আমেরিকার এই প্রাধান্য খর্ব করতে সক্ষম হয়েছে। এভাবেই কৌশল অনুকরণের মাধ্যমে দ্রব্যের চক্রের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ তথা

বাণিজ্যে বাজার দখল অব্যাহত থাকে। এশিয়ার জাপান বিশ্ব বাজার দখলে প্রতিযোগিতায় শীর্ষে থাকলেও চীন নতুন করে কৌশল অনুকরণ ও দ্রব্য উৎপাদন চক্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ভোগ্য পণ্যের বাজার দখল করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার সবদেশ এবং বিশ্বের উন্নত ও বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে এদের পণ্য নিয়ে প্রবেশ করেছে। বাণিজ্যে একধাপ এগিয়ে আছে। সেখানে বাংলাদেশের অবস্থান নামমাত্র এবং ভবিষ্যতে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় জাপান, হংকং, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশ ভারত, বাংলাদেশের তুলনায় অনেক দূর এগিয়েছে। আবার বাংলাদেশ ভারতের তুলনায় পাটজাত, তৈরি পোশাক, চামড়া, নীটওয়ার, উৎপাদন ও রপ্তানির ক্ষেত্রে অগ্রগামী।

৬. দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় কৌশল অনুকরণ, একচেটিয়া প্রতিযোগিতা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং বাংলাদেশ

কৌশল অনুকরণ, একচেটিয়া প্রতিযোগিতা ও বাজার প্রক্রিয়া দ্বারা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রায় নিয়মিত গড়ে উঠেছে এবং বাণিজ্যে একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজার অব্যাহত আছে। যেমন– বাংলাদেশ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ-জাপান, তাইওয়ান, হংকং, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, ভারত প্রভৃতি দেশের সাথে অবাধ ও সংরক্ষণ উভয় নীতেতে পণ্য নির্দিষ্ট করে বাণিজ্য করছে বা বাংলাদেশ ভোগ্য পণ্য, ইলেকট্রিক, ইলেক্টনিকস, লেদার, তৈরি পোশাক, শিল্পের জন্য কাঁচামাল আমদানি করছে। আবার বাংলাদেশ থেকেও হিমায়িত খাদ্য, পাটজাত দ্রব্য, তৈরি পোশাক, চামড়া, নীটওয়ারসহ বিভিন্ন পণ্য উল্লেখিত দেশে রপ্তানি হচ্ছে (টেবিল- ১, ২ এবং ৩)। তবে আমদানির তুলনায় মোট পণ্য রপ্তানি অনেক কম নিঃসন্দেহে বলা যায়।

আবার উল্লেখিত সব দেশের মধ্যেই পরস্পর লেনদেন ও বিনিময় বাণিজ্য হচ্ছে। তবে কৌশল অনুকরণ ও একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বিষয়টি একটু ভিন্ন। আজকের জাপান, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর দেশসমূহের মধ্যে অনেক পণ্যেই পরস্পর বিকল্প পণ্যের উৎপাদন এবং একচেটিয়া প্রতিযোগিতা রয়েছে। বাংলদেশ পিছিয়ে থাকলেও জাপান, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া পিছিয়ে নেই। তাদের মধ্যে বিকল্প পণ্য উৎপাদনে কৌশল অনুকরণে, প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা, বাজার দখল, মুক্ত বাণিজ্যে ও সংরক্ষণ বাণিজ্য পণ্যভেদে কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে। এসব দেশে পরস্পর প্রতিযোগিতা দ্বারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গড়ে উঠছে। পাট, চট, পাটজাতীয় সব পণ্যে, কাগজ, কাপড়, তৈরি পোশাক, সিরামিক, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদির বিকল্প পণ্য উৎপাদন করে বাংলাদেশকে পেছনে ফেলে দেবার অতীব প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ ভারত, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, হংকং মরিয়া হয়ে উঠেছে। এদেশের পাটকল, সুতাকল, তৈরি পোশাকের বাজার উৎপাদনী ক্ষেত্রকে চিরতরে ধ্বংস করে দেয়ার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ষঢ়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। সার্ক, সাফটা, নাফটা ইত্যাদি সংঘ করে রোধ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। সভা, সমিতি, সম্মেলন, রোড মার্চ, লং মার্চ করে লাভ হচ্ছে, সরকার ও নীতিনির্ধারকদের কানে রসুন লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। কোনো কথা বা জনগণের কোনো পরামর্শ গ্রহণ না করে আইন করে কথা বলে একটা, বাস্তবে কাজ হয় অন্য রকম। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অতি সম্ভাবনাময় দেশ হওয়া সত্ত্বেও আমরা স্বার্থান্বেষী, দুর্বৃত্তায়নের কারণে পিছিয়ে আছি। বাণিজ্য ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে আর্থিক সহযোগিতা, রাজনৈতিক সংযোগ ও সমঝোতার ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের চক্র থেকে বের হওয়া যাচ্ছে না। সরকার বাহাদুরের সদিচ্ছা ও স্বচ্ছতা সৃষ্টি হলে দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন থেকে মুক্তি পেয়ে অঞ্চল ভিত্তিক বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

মূলকথা হচ্ছে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে একচেটিয়া প্রতিযোগিতা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গড়ে উঠছে। তবে একচেটিয়া প্রতিযোগিতার ধারা জোড়ালো নেই, অলিগোপলি বাজার পরিধির মত বাণিজ্য গড়ে উঠছে, একচেটিয়া শোষণ করার তেমন কোনো কৌশলও নেই। তবে জাপান, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া এরূপ দেশের কৌশল অনুকরণীয় উৎপাদন ক্ষেত্র তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশে গড়ে তোলা হয়েছে। এসব উৎপাদনী ক্ষেত্র থেকে সরাসরি পণ্য রপ্তানি করার প্রতিযোগিতা অব্যাহত আছে। এই রপ্তানি শুধু দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও অব্যাহত রাখা সম্ভব। দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ অনুকরণ উৎপাদন ও বাণিজ্যে এগিয়ে আসলে বাংলাদেশও কমবেশি উপকৃত হবে।

নব্বই দশকের গোড়া থেকে চীন, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া ভোগ্য পণ্য বিশেষ করে ইলেক্ট্রিক, ইলেক্ট্রনিকস, ক্রোকারিজ প্রভৃতি পণ্য উৎপন্ন করে একচেটিয়া প্রতিযোগিতা বাজার সৃষ্টি ও বাণিজ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। ভারত, বাংলাদেশ, চীন, তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাণিজ্যের ধারা পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ আশি দশকের পূর্বে তৈরি পোশাক আমদানি করে নীট বাণিজ্যের ঘাটতি বৃদ্ধি করেছিল। আশি দশকের পর থেকে অধুনা ২০১০ সাল পর্যন্ত তৈরি পোশাক, নীটওয়ার রপ্তানির ক্ষেত্রে বাণিজ্যের ঘাটতির ধারা পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশে ১৯৮০ সালে তৈরি পোশাক উৎপন্ন সূচক ছিল ৮৬, ১৯৯০ সালে ১৫৮, ২০০০ সালে ৭৬৬, ২০১০ সালে ১৫০৪। এই উৎপন্ন সূচক প্রবৃদ্ধির ধারা থেকে বলা যায় তৈরি পোশাক উৎপাদনে বাংলাদেশ এগিয়ে আছে। তৈরি পোশাক রপ্তানি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ১৯৮০ সালে ১৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ১৯৯০ সালে ৭৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০০০ সালে ৩৩৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০১০ সালে ৬২১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে আয় করে। তৈরি পোশাকের রপ্তানি তালিকা থেকে বুঝা যায় দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ তৈরি পোশাক এবং নীটওয়ার পণ্যে একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় নামতে সক্ষম হয়েছে। তৈরি পোশাক ও নীটওয়ার এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ, চীন, তাইওয়ান, হংকং এসব দেশের কৌশল অনুকরণ করে সুলভ মূল্যের শ্রম ব্যবহার করে, কৌশলগত পরিবর্তন এনে কম মূল্যে তৈরি পোশাক ও নীটওয়ার রপ্তানির ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের এই বাজার পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত দখল করার প্রতিযোগিতায় রয়েছে।

টেবিল-২ থেকে দেখা যায় যে, রপ্তানি পণ্যের মধ্যে তৈরি পোশাক এবং নীট ওয়ার রপ্তানি খুব দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছে। চীন, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, হংকং এদের তৈরি পোশাক বাংলাদেশের পোশাক শিল্প অনুকরণ করেছে এবং উৎপন্ন পোশাক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করছে এবং আরও বাজার দখল করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। খুব কাছাকাছি সময়ে এসব পণ্য রপ্তানি বাণিজ্যের দিকে বাংলাদেশ সরকার ও ব্যবসায়ি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কম নজর দেয়া হচ্ছে। এর পশ্চাৎমূখী প্রভাব আগামী বছরগুলোতে বাংলাদেশে রপ্তানি বাণিজ্য পড়বে। কারণ পার্শ্ববর্তী দেশ কোনো কারণে রপ্তানি করা যায় এমন এলাকায় তাদের পণ্য দিয়ে বাজার দখল করে নিয়ে নিলে বাংলাদেশের পক্ষে সেই বাজার ফিরে পাওয়া কঠিন হবে।

৭. দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় জাপানের অনুসরণে সার্কভুক্ত দেশে উৎপাদন কৌশল অনুকরণ, একচেটিয়া প্রতিযোগিতা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গড়ে তোলার সম্ভাবনা

আজকের জাপান বিশ্বের শক্তিধর দেশ আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিকল্প উদ্ভাবনী দেশ। আমেরিকার উদ্ভাবনী পণ্য দ্রুত প্রযুক্তি প্রয়োগ করে আরও সৌখিন ও উত্তম পণ্য উৎপাদনে জাপান সফল হয়েছে,

মোঃ জহিরুল ইসলাম সিকদার : দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে উৎপাদন কৌশল ও বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার ১৫৫

ইলেক্ট্রনিকস, ইলেকট্রিক পণ্য, কাপড়, সিরামিক, গাড়ী, রেডিও, ট্রানজিস্টর, টিভি, ফ্রিজ, ক্যালকুলেটর, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, অন্যান্য অসংখ্য পণ্যে উৎপাদনে জাপান বিশ্বের প্রথম সারির দেশ। জাপান, এশিয়া বা দক্ষিণ এশিয়ার অঞ্চলের দেশ হয়েও বর্তমানে এসব পণ্য উৎপাদনে এখন আর কোনো দেশকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে না। জাপানের মত উদ্ভাবনী ও উৎপাদনী পণ্যে বিশেষায়নের দেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আর নেই। জাপান, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য ও যৌথ বাণিজ্যের নামে অসংখ্য কারখানা ও যৌথ উৎপাদনী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। কাজেই এসব দেশে জাপানী উদ্ভাবনী ও উৎপাদনী পণ্য অনবরত বিরাজমান আছে। এসব দেশের নতুন করে সার্ক বা সার্কে অন্তর্ভুক্ত দেশের সাথে যৌথ প্রতিষ্ঠান গড়ে নেয়ার ইচ্ছা নেই বরং দক্ষিণ এশিয়ার সার্কভুক্ত দেশে কি করে তাদের উৎপাদনী ও উদ্ভাবনী পণ্য বাণিজ্যের মাধ্যমে বিক্রয় করা যায় তাই একমাত্র প্রচেষ্টা। ফলে জাপানের মত সার্কভুক্ত দেশে ঐরূপ পণ্য উৎপাদন করা একটি কঠিন কাজ। তাছাড়া সার্কভুক্ত যেসব দেশ রয়েছে তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যভিত্তিক কিছু পণ্য আছে যা ছেড়ে দিয়ে বিদেশি আমদানি কৌশলিক পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব নয়। যেমন বাংলাদেশে কৃষিভিত্তিক পণ্য বাদ দিয়ে বিদেশি আমদানি বিশেষায়িত কোনো পণ্যই উৎপাদন করা যাবে না। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, এসব দেশের বেলায় একই কথা প্রযোজ্য। অতএব জাপানের মত সার্কভুক্ত দেশে একচিটিয়া প্রতিযোগিতা এবং বিকল্প উদ্ভাবনী প্রতিযোগি পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব নয়। জাপানের কারিগরি প্রযুক্তি এসব দেশে গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

আমেরিকা, সুইজারল্যা , চীন, জার্মানি যেখানে পণ্য উৎপাদনে কৌশল অনুকরণে জাপানের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে উঠতে পারেনি, যেখানে সার্কভুক্ত দেশসমূহ জাপানের নিকটবর্তী, সেখানে সার্কভুক্ত দেশে জাপানের মত কৌশল অনুকরণ করে একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজার সৃষ্টি করা কঠিন হবে।

৮. সুপারিশ

দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর পক্ষে জাপানের মত বিভিন্ন পণ্যে উৎপাদন ও বাজার দখলে এগিয়ে যাওয়া যতটা সহজ বাংলাদেশের জন্য ততটাই কঠিন। কারণ রাজনীতি-অর্থনীতির দিকটা বাংলাদেশে উৎপাদন সহায়ক নয় বরং অস্থিতিশীল। দেশের উন্নয়নে সরকার দীর্ঘসময় ক্ষমতা থাকা, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সুযোগ পায় না। এর কারণ সরকারি দলের নিজেদের মধ্যে সরকারি বেসরকারি কর্মকা দলীয়করণ, ব্যাপক দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন বাংলাদেশে একটি চলমান ধারায় পরিণত হয়েছে। দেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের দিকে খেয়াল না করে নিজেদের আর্থিক অস্তিত্বের পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করার চিন্তা মাথায় চেপে বসেছে। বাংলাদেশের উৎপাদন ও বাণিজ্য উন্নয়নের জন্য কয়েকটি সুপারিশ করা যায়।

ক) জাপান, তাইওয়ান, চীন, হংকং, মালয়েশিয়া যেভাবে উৎপাদন ও উন্নয়নে অনুকরণ ও উৎপাদন করেছে তাদের অনুশীলনকে অভিজ্ঞতায় রেখে কাজে লাগানো যায়।

খ) উৎপাদন ও উন্নয়নে কৌশলগত বাস্তবিক শিক্ষা প্রতিটি খাতে প্রয়োগ করতে হবে। তা করতে হবে দেশীয় চিন্তা চেতনার প্রেক্ষিতে।

গ) উৎপাদনের প্রতিটি খাতকে রাষ্ট্র কর্তৃক আর্থিক নিরাপত্তাসহ প্রশাসনিক সুযোগ প্রদান করতে হবে।

ঘ) উন্নয়নের খাতসমূহ থেকে দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন চিরতরে নির্মূল করতে হবে।

ঙ) উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজনীতি ও দলনীতিকে যে কোনো মূল্যে সরিয়ে দিতে হবে।

চ) সুনির্দিষ্ট পণ্য উৎপাদনের কৌশল অনুকরণ কাজে লাগাতে হবে এবং উৎপন্ন পণ্যের আধুনিক বাণিজ্য ধারার পরিবর্তনকে সুদৃঢ় করতে হবে।

ছ) দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহকে নিয়ে গঠিত সার্ক এর বাণিজ্য ধারাকে নীতিগতভাবে মেনে চলতে হবে। এতে করে একে অপরের উৎপাদন ও বাণিজ্যে প্রতিকুলতা সৃষ্টি হবে না।

জ) পাটজাত পণ্য, তৈরি পোশাক, হিমায়িত খাদ্যদ্রব্য, চামড়া, নীটওয়ার এসব পণ্য রপ্তানি বাণিজ্যে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়ে আছে, সেজন্য সরকার ও উৎপাদনী প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ সমঝোতার মাধ্যমে এসব উৎপাদনী খাতকে আরও গতিশীল ও দীর্ঘ স্থায়িত্বের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রতিটি উৎপাদনী ক্ষেত্রকে খেয়াল রাখতে হবে যেন প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ কৌশল অনুসরণ ও উৎপাদনে যেন প্রতিযোগিতায় পেছনে ফেলতে না পারে।

৯. মূল্যায়ন

অনেক অর্থনীতিবিদ প্রযুক্তির অনুকরণ ও দ্রব্যের উৎপাদন চক্র দ্বারা বাণিজ্য থেকে লাভ বিষয়ক বিকল্প বাণিজ্য ধারা হিসেবে মানতে রাজি নন। তাঁদের মতে এসব বাণিজ্য ধারা আসলে অর্পিত উপাদান তত্ত্বের একটি নতুন সংযোজন বা সম্প্রসারণ মাত্র। তাঁদের মতে উন্নত দেশগুলোতে দক্ষ শ্রমিকের প্রাধান্য এবং নতুন দ্রব্য উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করার ক্ষমতা থাকায় এই সব দেশগুলোর নতুন দ্রব্য উৎপাদনের তুলনামূলক সুবিধা থাকে। অনুন্নত দেশগুলোতে সুলভে শ্রম পাওয়া যায় বলে দ্রব্যের উৎপাদন পদ্ধতি অনুকরণ করে তারা যন্ত্রপাতির সাহায্যে দ্রব্যটি বিপুল পরিমাণ উৎপাদন করায় তুলনামূলক সুবিধা লাভ করে। সুতরাং বলা যায় কৌশল অনুকরণ ও দ্রব্য উৎপাদন চক্র ধারা নতুন কিছু নয় বরং ইহা আধুনিক অর্পিত উপাদান তত্ত্বটিকে স্থিতীয় তত্ত্ব থেকে গতিশীল তত্ত্বে (Dynamic theory) রূপান্তরিত করেছে। তবে এই কৌশল অনুকরণ ও উৎপাদন প্রতিযোগিতা দ্বারা রপ্তানির ক্ষেত্রে বাজার দখল কার্যক্রম উৎপাদনে ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আজকের বিশ্ব উৎপাদন ও উন্নয়নে এরূপ উৎপাদন ও বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা দ্বারা উৎপাদনে বিশ্বায়ন, বাণিজ্যে একচেটিয়া আধিপত্যবাদ দূরীভূত হয়েছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে এরূপ বাণিজ্যের ধারা প্রতিফলিত হয়েছে। জাপান ইলেক্ট্রনিকস, ইলেকট্রিক পণ্য, কাপড়, সিরামিক, গাড়ী, রেডিও, ট্রানজিস্টর, টিভি, ফ্রিজ, ক্যালকুলেটর, কম্পিউটার, ল্যাপটব, অন্যান্য অসংখ্য পণ্যে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশ উল্লেখ্য কয়েকটি পণ্যে জাপান ব্যতিত অন্যান্য দেশের তুলনায় বাণিজ্যে উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছে।

১০. উপসংহার

উপসংহারে বলা যায় যে অর্পিত উপাদান নামে আধুনিক তত্ত্বের যাচাই থেকে কৌশল অনুকরণ ও দ্রব্য উৎপাদন চক্রের মাধ্যমে বাণিজ্য প্রতিযোগিতা, এই সব পরিপূরক ধারার উদ্ভব হয়েছে। বর্তমানে গড়ে ওঠা সমস্ত বাণিজ্যের ধরন সম্পর্কে অর্পিত উপাদান তত্ত্ব সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারে নি, এই সীমাবদ্ধতা থেকেই বাণিজ্যের আধুনিক বিকল্প ধারাগুলো গড়ে উঠেছে। কিন্তু এটাও ঠিক যে এই ধারাগুলো অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের উপস্থিতিতে দুটি দেশের মধ্যে একই দ্রব্যে বা একই ধরনের দ্রব্যে বাণিজ্য গড়ে ওঠার পেছনে সম্ভাব্য কারণগুলো বললেও এখনও বাণিজ্যরত দেশগুলো কেন কিছু দ্রব্যের নীট

আমদানি ও কিছু দ্রব্যের নীট রপ্তানি করে তার যথাযথ ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। শেষান্তে একই ধরনের দ্রব্য উৎপাদনরত শিল্পের মধ্যে বাণিজ্য, উৎপাদনের স্তর পরিবর্তনজনিত সুবিধা সাপেক্ষে বাণিজ্য ধরন, কৌশল অনুকরণ ও দ্রব্যের উৎপাদন চক্র ইত্যাদি একচেটিয়া প্রতিযোগিতা ও বিকল্প আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ধারা পরিবর্তন সম্পর্কে এতক্ষণ ধরে যে আলোচনা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে কোনোটিই নিবিড় অর্থে বর্তমান আধুনিক বাণিজ্য তত্ত্বের সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে ওঠে নি বা কোনো বিকল্প ধারাই আধুনিক তত্ত্বটিকে পরিস্কার করে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত করতে পারে নি। তবে বিকল্প ধারাসমূহ থেকে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা ও বাণিজ্য কিভাবে গড়ে উঠে তার একটি বাস্তব দিক নির্দেশনা পাওয়া গিয়েছে। তাই বর্তমান ধারাগুলোকে অর্পিত উপাদান তত্ত্বের পরিপূরক বলে অভিহিত করাই শ্রেয়। তবে এই বিকল্প বাণিজ্য ধারার পরিবর্তন বিষয়ক বক্তব্য ও বাস্তবচিত্র থেকে বলা যায় যে, এই তত্ত্বটি বিশ্ব উন্নয়নে ও বাণিজ্যে প্রতিযোগিতায় সহায়ক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে।

টেবিল ১ ঃ বাংলাদেশের নির্দিষ্ট পণ্যের রপ্তানি আয়

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার

দ্রব্যসমূহ	১৯৮০	১৯৮৫	১৯৯০	১৯৯৫	২০০০	২০০৫	২০১০	২০১২
হিমায়িত খাদ্যদ্রব্য	৮০	৮৭	১৪২	৩০৬	৩৪৪	৪২১	৪৪৫	৫০০
পাটজাত দ্রব্যসমূহ	৮৯	৩৯০	২৯০	৩১৯	২৬৬	৩০৭	৫৪০	৫৯০
চামড়া	৭৬	৭০	১৩৪	২০২	১৯৫	২২১	২২৬	২৬০
তৈরি পোশাক	১৭৫	১১৬	৭৩৬	১৮৩৫	৩০৮৩	৩৫৯৮	৬০১৩	৭৫০০
নীট ওয়ার	-	-	১৩১	৩৯৩	১২৭০	২৮১৯	৬৪৮৩	৬৫৫০

২০১২, জুন মাস পর্যন্ত প্রাপ্ত আয়ের ভিত্তিতে আনুমানিক হিসাব করা হয়েছে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী নীট ওয়ার রপ্তানি শুরু হয় ৮৯/৯০ অর্থ বছর থেকে (তথ্য-বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা ১৯৭৫-২০১২)।

References

1. **Chowdhury, AM.** "World Trade and International Payments REP", Dept. of Economies, Chittagong University, Bangladesh.
2. **Hirsch, S.** 1967, *Location of Industry and International Competitiveness*, Oxford University Press.
3. **সিকদার, জহিরুল ইসলাম, ২০১১** *আন্তর্জাতিক অর্থনীতি*, ২য় সংস্করণ, কনফিডেন্স প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।
4. **Ponser, M. V. 1961,** "International Trade and Technical Change" *OEP*.
5. **Ray, Prasanta Kumar and Kunju Bihari Kundu,** 1973, *International Economics, Pure Theory and Trade Policy*, Naba Bharat Publishers, Calcutta.
6. **Salvatore, Dominick ;** *International Economis*. p-153 3rd Edition.
7. **Sodersten, BO,** 1970, *International Economics,* University of Luind, Macmillan & Co.
8. **Sodersten, SO, and Geoffrey Reed**, 1994, *International Economics*, 3rd Edition.
9. **Vern, R.** 1965, "International Trade and International Investment in the Product Cycle", *Quaterly Journal of Economics.*